সংবাদ

তারিখ ৩।৭।৮১
পৃষ্ঠা ৪ ক ৭

চাঁদপুরে বেসরকারী কলেজ স্থাপন প্রসঙ্গ

বন্দর নগরী চাঁদপুর বাংলাদেশের অন্যতম মহকুমা। ধীরে ধীরে চাঁদপুরের আয়তন বাড়ছে। সাথে সাথে বাড়ছে শহরমুখী মানুষের আগমন যারা শহরে বসতিস্থাপন করছে। আর এরই সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে শিক্ষিতের হার।

চাঁদপুর কলেজ চাঁদপুর মহকুমাবাসীদের আশা-আকাঙ্খার প্রতীক। গত বৎসর এই কলেজকে সরকারীকরণ করা হয়েছে। চাঁদপুর কলেজকে সরকারী করায় একদিকে হয়েছে সুবিধা, অন্যদিকে হয়েছে অসুবিধা। গত বৎসর চাঁদপুর সরকারী কলেজে ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্রছাত্রী ভর্তি করার ব্যাপারে একটি নতুন শর্ত আরোপ করা হয়—যা বেসরকারী থাকাকালীন ছিল না। তাহলো একটা কোটা অনুযায়ী ভর্তি। কিন্তু ছাত্রছাত্রী ছিল নির্দিষ্ট কোটার অনেক বেশী। তখন কলেজ কর্তৃপক্ষ লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে কিছু সংখ্যক ছাত্র ভর্তি করেন। আর অধিকাংশ ছাত্রীই বঞ্চিত হয়। পরে ছাত্রদের আন্দোলনের চাপে কর্তৃপক্ষ অবশ্য সবাইকে ভর্তি করেন। যদি গত বৎসর ১৯৮০-৮১ শিক্ষাবর্ষে কলেজ কর্তৃপক্ষ ঐ বঞ্চিত ছাত্রদের ভর্তি না করতেন তবে তাদের এমন কোন বিকল্প পথ ছিল না যে অন্য কলেজে গিয়ে ভর্তি হবে। এ বছরও অবশ্য তাই হবে।

তাই সরকারী সাহায্যে একটি বেসরকারী কলেজ এখানে স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন।

সেলিম আকবর,
ময়াখোলা রোড,
চাঁদপুর।

বখাটেদের উপদ্রব

আজকাল একটা ব্যাপার প্রায় সবার চোখেই পড়ছে। এ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় অনেক চিঠিপত্রও লেখা হয়েছে। কিন্তু এর কোন প্রতিকার করা হয়েছে কিনা তা আমার জানা নেই। তবুও ওদের জ্বালা সইতে না পেরে পুনরায় একই বিষয় নিয়ে লিখতে হচ্ছে।

আজকাল প্রত্যেক স্কুল-কলেজের সামনে বখাটেদের উপদ্রব বেড়ে গেছে। বিশেষ করে তা যদি মেয়েদের স্কুল হয়, তবে শুধু দাঁড়িয়ে থেকেই ক্ষান্ত হয় না। মেয়েদের প্রতি ইটনিক্ষেপ, অশ্লীল বাক্য ছুঁড়ে মারা ইত্যাদি তাদের নিত্য নৈমিত্তিক কাজ। অভিভাবককেও তারা গ্রাহ্য করে না। হয়তো অভিভাবকের সামনেই তারা মেয়েটিকে লক্ষ্য করে এমন একটি বাক্য ছুঁড়ে মারে—যাতে প্রত্যেক অভিভাবকই তখন লজ্জাবোধ করে। তাদের অভিভাবকদের কাছে জানিয়েও কোন লাভ হয়নি, বরং উলটো জোরদার হয়েছে তাদের তৎপরতা। আমার প্রশ্ন, এর শেষ কবে?

চন্দনা চক্রবর্তী,
৫৭ নং এস, জি, রোড,
শীতলক্ষ্যা, ন, গঞ্জ।